BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04020027

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 02 | February 2026 | e-ISSN: 2584-1890

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর পরিচয়

Kartick Chandra Paik[1], Dr. Syamaprosad Datta[2] & Dr. Satya Sourav Jana[3]

1. Ph.D Scholar, Seacom Skills University
2. Supervisor
3. Supervisor

সারসংক্ষেপ(Abstrac):-

এই গবেষণায় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পরিবর্তনের ধারা ও কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অতীতে এই জেলার আদিবাসীরা মূলত শিকার, কৃষিকাজ, বনজ সম্পদ আরোহন, মাছ ধরা ও হস্তশিল্প নির্ভর জীবিকা নির্বাহ করতেন কিন্তু বর্তমানে নগরায়ন, শিল্পায়ন, শিক্ষার প্রসার, সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশের ফলে তাদের জীবনযাত্রায় এক মৌলিক রূপান্তর ঘটেছে। বর্তমানে অধিকাংশ আদিবাসী পরিবার আংশিকভাবে কৃষি নির্ভর হলেও অনেকে মজুর রাজমিস্ত্রি, পরিযায়ী শ্রমিক ও কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারী হিসেবে কাজ করছেন। এই পরিবর্তনের ফলে একদিকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও অন্যদিকে প্রথাগত সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়গত ঐক্যের অবক্ষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নির্ণয় করে ভবিষ্যতের টেকসই উন্নয়নের দিক নির্দেশ প্রদান করা।

মূল শব্দ (Keywords):-

আদিবাসী সমাজ, অর্থনৈতিক পরিবর্তন, নগরায়ন শিল্পায়ন, উত্তর ২৪ পরগনার জেলার বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, সরকারি প্রকল্প।

১. ভূমিকা (Introduction):

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসী সমাজের নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আদিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে বনজ সম্পদ, কৃষি, মাছধরা ও হস্তশিল্পের ওপর নির্ভর করে জীবনধারণ করে আসছেন। তবে আধুনিকীকরণ, নগরায়ণ, শিক্ষা ও সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রভাবে তাদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় এক দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটেছে। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল — সেই পরিবর্তনের ধারা, কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করা।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study):

১. উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আদিবাসীদের প্রথাগত অর্থনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা।

২. আধুনিক প্রভাব ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কারণে তাদের আয়-উপার্জন, পেশা ও জীবনধারায় কী পরিবর্তন ঘটেছে তা নির্ণয় করা।

৩. অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কী প্রভাব পড়েছে তা বিশ্লেষণ করা।

৪. ভবিষ্যতে আদিবাসীদের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবনা দেওয়া।

৩. গবেষণার ক্ষেত্র ও পদ্ধতি (Area and Methodology):

গবেষণার ক্ষেত্র: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ, হাবরা, গাইঘাটা, বসিরহাট, বাদুড়িয়া, স্বরূপ নগর, ও সন্দেশখালি অঞ্চলের নির্বাচিত আদিবাসী গ্রামসমূহ।

পদ্ধতি:

তথ্য সংগ্রহের উৎস:

প্রাথমিক তথ্য: সাক্ষাৎকার, প্রশ্নপত্র, গ্রুপ ডিসকাশন।

গৌণ তথ্য: সরকারি নথি, জেলা মানবসম্পদ দপ্তরের প্রতিবেদন, পূর্ববর্তী গবেষণা ও জনশুমারি রিপোর্ট (Census 2011, 2021)।

গবেষণার ধরন: গুণগত ও পরিমাণগত উভয়ই (Qualitative & Quantitative)।

৪. আদিবাসী অর্থনৈতিক জীবনের প্রথাগত রূপ (Traditional Economic Life):

উত্তর ২৪ পরগনার সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও, মাহলি, ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় মূলত কৃষিকাজ (ধান, শাকসবজি, পাট চাষ), মাছধরা, বনজ পণ্য সংগ্রহ (মধু, কাঠ, শালপাতা), হস্তশিল্প ও ঝুড়ি বোনা-এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাদের অর্থনীতি ছিল প্রাকৃতিক সম্পদনির্ভর, বিনিময়ভিত্তিক ও স্বনির্ভর।

৫. পরিবর্তনের কারণ (Factors of Change):

১. নগরায়ণ ও শিল্পায়ন: কলকাতার নিকটবর্তী হওয়ায় জেলা জুড়ে শহর বিস্তৃতি ও জমির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক আদিবাসী জমি বিক্রি করে অন্য পেশায় গিয়েছেন।

২. শিক্ষা ও সরকারি প্রকল্প: সরকার পরিচালিত প্রকল্প যেমন "মনরেগা", "কৃষক বন্ধু", "আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর"-এর সাহায্যে আর্থিক স্থিতি কিছুটা বেড়েছে।

৩. পরিযায়ী শ্রম: অনেকে কাজের খোঁজে কলকাতা, হাওড়া বা অন্য রাজ্যে গিয়ে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন।

৪. পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতি: গ্রামীণ রাস্তা, মোবাইল নেটওয়ার্ক, বাজার ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় নতুন ব্যবসা ও কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে।

৫. সংস্কৃতিগত মিশ্রণ: শহুরে সমাজের সংস্পর্শে এসে নতুন জীবনধারা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস ও প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলাফল (Consequences of Economic Change):

ইতিবাচক দিক:

- গৃহস্থালির আয় বৃদ্ধি
- শিক্ষার হার ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি
- মহিলাদের কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ

নেতিবাচক দিক:

- প্রথাগত পেশা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি
- জমিহারা শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি
- মদ্যপান, বেকারত্ব ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি।

৭. বর্তমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ (Current Scenario):

বর্তমানে অধিকাংশ আদিবাসী পরিবার আংশিকভাবে কৃষিনির্ভর হলেও বিকল্প পেশায় যেমন মজুর, নির্মাণশ্রমিক, রিকশাচালক, গৃহপরিচারক ইত্যাদি যুক্ত। কিছু পরিবার ক্ষুদ্র ব্যবসা, দোকান বা এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হয়েছে। তবে সামাজিক বৈষম্য ও আর্থিক অনিশ্চয়তা এখনও অনেকাংশে রয়ে গেছে।

উত্তর 24 পরগনা জেলার বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর পরিচয়—k

ভারতের জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ হলো উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ তথা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। মোট জনসংখ্যার শতকরা 5 শতাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়।যদিও এই সম্প্রদায়কে কেউ আদিবাসী, কেউ আদিম জাতি, কেউ গিরিজন প্রভৃতি বলে চিহ্নিত করেছেন। ভারতের সংবিধানে এরা উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে বহুকাল ধরে লেখা হয়েছে অজস্র বই পত্র পত্রিকা।এটির মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে শহরে অভিজাত মানুষের ধারণা খুব উন্নত যে তা নয় আমরা নিজেদের ছোট্ট জ্ঞান থেকে বুঝতে পারি। শিক্ষিত সুশীলসমাজ আদিবাসী সম্প্রদায়কে বিভিন্ন সময়ে হেয় করতে পিছুপা হয়না এর উদাহরণ আমরা ইতিহাসে পেয়ে থাকি। আদিবাসী মানে এদের চোখে বর্বর, অসভ্য, নরখাদক, জংলি এক আদিম সম্প্রদায়। দীর্ঘকাল ধরে নানান অজুহাতে এদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, ব্যবধান করা হয়েছে তাদের সঙ্গে মূল সমাজব্যবস্থার। ইংরেজ শাসনের পূর্ব থেকে আদিবাসী সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের বুকে বসবাস করেছে মিলেমিশে। মিশে গেছে তাদের বিভিন্ন সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে।

ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের আদিবাসীদের একটা সংখ্যা লক্ষ্য করা যায়।তবে সব রাজ্যে আদিবাসীদের আনুপাতিক হার সমান নয়। যেমন অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, আসাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড এই কটি রাজ্যে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আদিবাসীদের সংখ্যা তুলনামূলক অনেক বেশি। আবার অন্যদিকে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, অন্ধপ্রদেশে উপজাতিদের আনুপাতিক হার উল্লেখযোগ্য।তবে পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যার প্রায় 6 শতাংশ আদিবাসী সম্প্রদায়।এই উপজাতি মানুষরা নিজের নিজের বসবাসকারী রাজ্যের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কৃষি ও পশুপালনের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের ভূমিকা চোখে পড়ার মতো। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আদিবাসীদের বিভিন্ন সমস্যা লক্ষ্য করা যায়।যুগ যুগ ধরে এই মানুষগুলো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে হোক বা সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে হোক বা জাতিসত্তার ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা সময়ে বিদ্রোহ লক্ষ্য করা গেছে। উপজাতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে নানান কারণে বিরোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।এই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কিভাবে নানা ক্ষেত্রে আদিবাসী সম্প্রদায় অবহেলিত হয়ে চলেছে তা নিয়ে একটা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। আদিবাসী সমাজ অন্যান্য সম্প্রদায়কে জমিদার হিসাবে, দালাল হিসেবে, মহাজন' হিসাবে, আমলা হিসেবে দেখেছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের চোখে আদিবাসী সম্প্রদায় যেন একটা দেহ পণ্য। তাদের ঋণের জালে বন্দি করে জমি কেড়ে নেওয়া যায়, প্রতিবাদ করলে সহজে দমন করা যায়, ব্যঙ্গ করা যায়, উপহাস করা যায়, তিরস্কার করা যায়, এমন ভাবে দিনের পর দিন আদিবাসীদের সম্পর্কে সমাজের একটা বৃহৎ অংশের মানুষের কাছে ধারণা গড়ে উঠেছে। এই সমাজেরই নারীরা কি অবস্থায় রয়েছে সেটা নিয়েও বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্ন উঠেছে।আদিবাসী মেয়েরা অ-আদিবাসী মেয়েদের তুলনায় বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে, সেটা সাহিত্য চলচ্চিত্র পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আদিবাসী নারী অনেক সময় তারা বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির অধিকারী। সমাজ স্থিতিশীল নয় তাই আদিবাসী সমাজের নারীরা ও দিনে দিনে রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তরের অন্তারলে লুকিয়ে আছে হিংসার প্রয়োগ, আবার কোথাও লুকিয়ে আছে চরম অসহায়তা। শিকার খাদ্য সংগ্রহকারী সম্প্রদায় ও জুম চাষের উপর নির্ভরশীল সম্প্রদায়গুলোর অস্তিত্ব ও বিপন্ন অর্থনৈতিক সংকট বহন করতে হয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মেয়েদের। কারণ আদিবাসী সম্প্রদায় আজও অধিকাংশ অরণ্য

অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। আদিবাসী মেয়েদের স্বাধীনতার কথা লোকমুখে শোনা গেলেও আদৌ সত্য নয়। স্বাধীনতার মানদণ্ড হিসেবে কন্যা পণপ্রথার মেনে নেওয়াটা একটা ভুল ধারণার জন্ম দেয়।

ইংরেজ আমলে আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে বহু ইংরেজ আমলারা লিখেছেন কিন্তু সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে সবচেয়ে বেশি বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী আন্দোলন। আদিবাসী মেয়েরা সেখানে উপেক্ষিত। আদিবাসী আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকাও অনেকটাই রয়েছে। ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে যে সমস্ত আন্দোলন ছিল সহিংস তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ, কোল, বিদ্রোহ মুন্ডা, খন্দ বিদ্রোহ, কয়া বিদ্রোহ।

আমার আলোচ্য বিষয় উত্তর 24 পরগনা জেলার আদিবাসী সংস্কৃতির রূপান্তর।কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেবলমাত্র উত্তর 24 পরগনা জেলার আদিবাসী সংস্কৃতির রূপান্তর কেন? আমরা জানি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করছে। তাই সেই রাজ্যের সঙ্গে আদিবাসীদের সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র হওয়া স্বাভাবিক। আমার মনে হয় কোন বিষয়ে ইতিহাস লিখতে গেলেই তিনটে দাবি পূরণ করা প্রয়োজন স্থান-কাল-পাত্র। আদিবাসী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এগুলো অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ আদিবাসী মাত্রই যে এলাকায় তারা বসবাস করে সেই স্থানীয় এলাকার ভাষা, কৃষ্টি, ও জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকবে।যাকে আমরা এক কথায় আদিবাসী সংস্কৃতি বলে থাকি। আমরা এটাও বলতে পারি সমতলের আদিবাসী, জঙ্গলে বসবাস করা আদিবাসী, পাহাড়ে বসবাস করা আদিবাসী কিংবা দ্বীপে বসবাস করা আদিবাসীদের সংস্কৃতি ভিন্ন হতে বাধ্য। তাই এখানে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও স্থানকে জানা খুব জরুরী। তাই বৃহত্তর এলাকার প্রেক্ষিতে এটা জানা কঠিন। তাই আমি আমার নিজের জেলা উত্তর 24 পরগনা আদিবাসী সংস্কৃতি রূপান্তর নিয়ে গবেষণা করতে চেয়েছি।

আদিবাসী অর্থে আমরা কাদের বুঝি তা নিয়ে ইতিহাসে অনেক প্রশ্ন লক্ষ্য করা যায়। মূলত ভারতের প্রথম অধিবাসী যারা তাদের উত্তরসূরিদের আদিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।যদিও আদিবাসী বিতর্ক নিয়ে আমি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব। তবে আদিবাসী বোঝাতে একটা সুসংবদ্ধ আদিম জাতিকে বোঝায়। তারা বিরাট এক গোষ্ঠী নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, অথবা কোথাও কোথাও নিবিড় জনগোষ্ঠীর সাথে শামিল হতে লক্ষ্য করা যায়।আদিবাসী সংস্কৃতি দিনের-পর-দিন বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে।পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে সেটা লক্ষ্য করা যায়। যদি ধরা যায় পেশাগত দিক তাহলে দেখা যাবে যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ আদিতে মূলত শিকারী কে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিল।আজকে বর্তমান সময়ে আদিবাসীদের বৃহত্তর একটা অংশ এই পেশা থেকে সরে এসে তারা সরকারি চাকরির মত প্রেসার দিকে ঝুঁকেছে। শিক্ষার প্রতি অনীহা দূর করে শিক্ষার প্রতি ইচ্ছা লক্ষ্য করা গেছে। সে ক্ষেত্রে সরকারি কিছু প্রকল্প মিড-ডে-মিল, সবুজসাথী, কন্যাশ্রী, প্রভৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট আগ্রহী করে তুলেছে বলে মনে হয়।শিক্ষা এবং কর্মের উন্নতির সূত্র ধরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে। সংস্কৃতির রূপান্তরের ফলে তাদের মধ্যে রুচির পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমদিকে আদিবাসীদের অরণ্যের সন্তান হিসেবে আমরা লক্ষ্য করলেও বর্তমানে আদিবাসীদের অনেকেই সভ্য সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়ে বসবাস করছে। শিকারি জীবন ত্যাগ করে তারা কৃষিকাজ, রাজমিস্ত্রির কাজ, শ্রমিকের কাজ, রিকশাচালক, ট্রেনে হকার এবং পশু পালনের কাজেও তারা নিযুক্ত হয়েছে।

ভারতের আদিবাসী সমাজ কে নানা ভাষায় আখ্যায়িত করা হয় যেমন পাহাড়িয়া, জংলি, বুনো ইত্যাদি কিন্তু তাদের যে একটা সংস্কৃতি আছে সে সম্বন্ধে কোনো আধুনিক ভারতীয়রা মত পোষণ করেন না।সে সম্পর্কে তারা খোঁজ রাখেন না। যদি গভীরভাবে অনুসন্ধান করা যায় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে আধুনিক ভারতীয় সমাজের মত আদিবাসী সমাজের মধ্যে ও সংস্কৃতির উত্থান-পতন পরিবর্তন হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত।কোথাও প্রাচীন ব্যবস্থা অচল হয়ে আছে আবার কোথাও নিজস্ব সংস্কৃতিকে হারিয়ে আগের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে আবার কোথাও আধুনিক যুগের সঙ্গে তারা কিছুটা খাপ খাইয়ে একটা নতুন পরিবর্তন করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষের আদিবাসীদের জনসংখ্যা আড়াই কোটি শতাংশের বিচারে সাড়ে ছয় হতে পারে বিভিন্ন রাজ্যের তুলনায় মহারাষ্ট্রের বোম্বাইতে আদিবাসীদের মোট শতাংশের বিচারে 7 এর উপরে। 1900 সালে দুর্ভিক্ষের কারণে হাজার হাজার আদিবাসীরা কোলাবা পাঁচ মহল গুজরাট নাসিক ও খান্দেশ থানা প্রভৃতি অঞ্চল ত্যাগ করে মরু অঞ্চল থর ও পার্কারে চলে যেতে বাধ্য হয়।1941 সালের সেনসাস রিপোর্টে একটি হিসাব দেওয়া হয়েছে ভারতের জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে 5 জন হল আদিবাসী। আবার এই আদিবাসীদের জনসংখ্যার কুড়ি ভাগের এক ভাগ হলো খ্রিস্টান। খ্রিস্টান ছাড়া বাকি সমস্ত

আদিবাসীরাই বৃহত্তর হিন্দু সমাজের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে আছে। আবার এই দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও খ্রিস্টানদের মাঝামাঝি অবস্থানে আছে কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়।

1991 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী উত্তর 24 পরগনা জেলার মোট জনসংখ্যা 7281881 জন, তার মধ্যে আদিবাসী সংখ্যা 16 9831 জন, যা শতকরা 2.33 শতাংশ। উত্তর 24 পরগনা জেলার ব্লক গুলি হল- বাগদা, বনগাঁ, গাইঘাটা, হাবরা-১, হাবরা-২' স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, বসিরহাট-১, বসিরহাট-২, হাসনাবাদ হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি-১, সন্দেশখালি-২, মিনাখা, হাড়োয়া, দেগঙ্গা, বারাসাত-১, বারাসাত-২, আমডাঙ্গা, ব্যারাকপুর-১, ব্যারাকপুর-২, রাজারহাট প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের তপশিলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাম ও বাসস্থান:-

1976 সালের দি সিডিউল্ড কাস্টস এন্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস অর্ডার অ্যাক্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে নিম্নলিখিত 38 টি গোষ্ঠীকে আদিবাসী তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।যথা-

১) গোষ্ঠী:-অশুর। বাসস্থান :-পশ্চিম দিনাজপুর।

২) গোষ্ঠী :-ওরাঁও। বাসস্থান:- কলকাতা, কোচবিহার, দুই ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, ও হুগলি জেলা।

৩) গোষ্ঠী:- করমালি। বাসস্থান :-পশ্চিম দিনাজপুর ও পুরুলিয়া জেলা।

৪) গোষ্ঠী:- কিসান। বাসস্থান:- দার্জিলিং ও পুরুলিয়া জেলা।

৫) গোষ্ঠী :-কোরওয়া। বাসস্থান :-পশ্চিম দিনাজপুর ও পুরুলিয়া জেলা।

৬) গোষ্ঠী :-কোড়া। বাসস্থান :-কলকাতা, দুই 24 পরগনা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদাহ, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, ও হুগলি জেলা।

৭) গোষ্ঠী:- খারওয়ার। বাসস্থান:- পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।

৮) গোষ্ঠী:- খোন্দ। বাসস্থান:- পশ্চিমবাংলার স্বল্প স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

৯) গোষ্ঠী :-গরেত।বাসস্থান:- পশ্চিম দিনাজপুর ও পুরুলিয়া জেলা।

১০) গোষ্ঠী:-গারো। বাসস্থান:-কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদীয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।

১১) গোষ্ঠী:-গোন্ড। বাসস্থান:- পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।

১২) গোষ্ঠী :- চাকমা। বাসস্থান :- কলকাতা, দুই 24 পরগনা, নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মালদা ও দার্জিলিং জেলা।

১৩) গোষ্ঠী:- চিকবরৈক। বাসস্থান:- দার্জিলিং ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।

১৪) গোষ্ঠী :- চেরো। বাসস্থান :-পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।

১৫) গোষ্ঠী:- নাগেসিয়া। বাসস্থান :- কলকাতা দুই 24 পরগনা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর ও হাওড়া জেলা।

১৬) গোষ্ঠী:- পারহাইয়া। বাসস্থান :-পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।

১৭) গোষ্ঠী:- বীরজিয়া। বাসস্থান :- পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।

১৮) গোষ্ঠী:- বিরহড়। বাসস্থান:- পুরুলিয়া জেলা।

১৯) গোষ্ঠী:- বেদিয়া। বাসস্থান:- পুরুলিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।

২০) গোষ্ঠী :- বৈগা। বাসস্থান :-পশ্চিমবঙ্গের অল্প অংশে।

২১) গোষ্ঠী:- ভুটিয়া। বাসস্থান:- কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদা, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।

২২) গোষ্ঠী :-ভূমিজ। বাসস্থান:- কলকাতা, দুই 24 পরগনা, নদিয়া, হাওড়া, বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর ও কোচবিহার।

২৩) গোষ্ঠী:-মগ। বাসস্থান:- কলকাতা, দুই 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদীয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।

২৪) গোষ্ঠী:- মাল পাহাড়িয়া। বাসস্থান:- কলকাতা, দুই 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি দার্জিলিং, নদিয়া, বর্ধমান, মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর ও হাওড়া জেলা।

২৫) গোষ্ঠী:- মাহলি। বাসস্থান:- পুরুলিয়া জেলা।

২৬) গোষ্ঠী:- মাহালি। বাসস্থান :-কলকাতা, দুই 24 পরগনা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।

২৭) গোষ্ঠী:- মুন্ডা। বাসস্থান:- কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।

২৮) গোষ্ঠী :- মেচ।বাসস্থান:- কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলা।

২৯) গোষ্ঠী:- ভ্রু। বাসস্থান:- দুই 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলি জেলা।

৩০) গোষ্ঠী :-রাভা। বাসস্থান:- কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা।

৩১) গোষ্ঠী:- লেপচা। বাসস্থান:- কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদিয়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।

৩২) গোষ্ঠী :-লোধা, খারিয়া। বাসস্থান :-কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগনা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, নদিয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বীরভূম, মালদা, হাওড়া ও হুগলি জেলা।

৩৩) গোষ্ঠী :-লোহার। বাসস্থান:- পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া।

৩৪) গোষ্ঠী:-শবর। বাসস্থান:- পুরুলিয়া জেলা।

৩৫) গোষ্ঠী:- শাওরিয়া। বাসস্থান:- পুরুলিয়া জেলা।

৩৬) গোষ্ঠী:- সাঁওতাল। বাসস্থান:- কলকাতা, কোচবিহার, দুই 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদীয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।

৩৭) গোষ্ঠী:- হাজং। বাসস্থান:- কলকাতা, দুই 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।

৩৮) গোষ্ঠী :- হো। বাসস্থান :-কলকাতা, দুই 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলা।

৮. উপসংহার (Conclusion):

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা প্রথাগত কাঠামো থেকে আধুনিক পেশাভিত্তিক রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও এই পরিবর্তনে তাদের জীবনের মান কিছুটা উন্নত হয়েছে, তবুও প্রথাগত সংস্কৃতি ও সামাজিক ঐক্য ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

ভবিষ্যতে এই সমাজের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ—এই চারটি দিকের ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

৯. প্রস্তাবনা (Recommendations):

১. সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।

২. আদিবাসী নারীদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) কার্যক্রমে যুক্ত করা।

৩. শিক্ষার প্রসারে বৃত্তি ও হোস্টেল সুবিধা বাড়ানো।

৪. বনজ ও কৃষিনির্ভর ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন।

৫. সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গঠন।

১০. তথ্যসূত্র (References)

- "পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ" -ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে।
- "ভারতের আদিবাসী"- সুবোধ ঘোষ।
- Census of India, 2011 & 2021 (Provisional Data)
- Government of West Bengal, Tribal Development Department Reports
- District Statistical Handbook, North 24 Parganas
- Roy, S. (2018). Socio-Economic Transformation Tribal Communities in Bengal.
- "পশ্চিমবঙ্গের দলিত ও আদিবাসী"- সন্তোষ রানা কুমার রানা।

Citation: **Paik. K. C., Datta. Dr. S. & Jana. Dr. S. S.,** (2026) "উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আদিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর পরিচয়", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-02, February-2026.